ছাত্রলীগের দুগ্রুপের সংঘর্ষের জেরে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ২২ জুন থে
হল। মঙ্গলবার রাত ৯টায় সিন্ডিকেট বিশেষ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এর আগে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. ফারুক-উজ-জামান চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় এক মাস বন্ধের কথা জানানো হয়েছিল। আর বিকাল ৫টার (মঙ্গলবার) মধ্যে ছেলেদের এবং আজ সকাল ১০টার মধ্যে মেয়েদের হল ছাড়তে বলা হয়। এর পরই ছাত্ররা হল ছাড়তে শুরু করেন। এ সময় আকস্মিক বৃষ্টির কবলে পড়তে হয় তাদের। ভোগান্তি নিয়ে মালামালসহ অনেকে ট্রাকে বাড়ি ফেরেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোর থেকে সশস্ত্র অবস্থায় হলুদ হেলমেট পরা ১৫-২০ জনের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ে
হেলমেট পরে লাঠিসোঁটা, রামদা নিয়ে ক্যাম্পাসে টহল দিতে দেখা যায়। ভোর ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পা
দিলে হেলমেটধারীরা বাসগুলো থামিয়ে পুনরায় গ্যারেজে ফেরত পাঠায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি বিভাগের কোনো শিক্ষার্থী ক্লাসে যেতে পারেনি

জানা যায়, শনিবার রাতে চট্টগ্রাম নগরীর একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন চুয়েট ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের নেতাকর্মীরা। অনুষ্ঠান শেষ হতে দেরি হওয়ায় ছ
ছাড়তে বলে তারা। তবে একই বাসে থাকা ছাত্রলীগের অন্য একটি গ্রুপের নেতাকর্মীরা এর বিরোধিতা করেন। এ নিয়ে বাগবিতণ্ডা থেকে এক
পরিপ্রেক্ষিতে ওইদিন রাতে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে জড়ো হন উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীরা। দুটি গ্রুপই প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের রুমের তালা ভে
ছুড়ে ফেলে দেয়। দুগ্রুপই দেশিয় অস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেয়। রোববার পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুগ্রুপের স
উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান নওফেল এবং অপর গ্রুপ সাবেক সিটি মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী

জানতে চাইলে চুয়েট ছাত্রকল্যাণ পরিচালক প্রফেসর ড. রেজাউল করিম বলেন, দুপক্ষের বিরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

Shares

যুগান্তর ইউটিউব চ্যা